দৈনিক
ইত্তেফাক

- 4 JUN 2017

শিক্ষার মান ও শিক্ষার আনন্দ

মোরছালিন ইসলাম মাছুম

জনগণ দেশের বড় সম্পদ, যদি সে জনগণকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। এটা স্বীকৃত সত্য। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা কী জনগণকে সম্পদে পরিণত করতে পারছে? শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণশীল হয়েছে। পাসের হার বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে না।

প্রত্যেক ছাত্র তার পছন্দের বিষয়ে পড়তে চায়। আমাদের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা সে রকম না হওয়ায়, অন্য বিষয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তখন শিক্ষার প্রতি তাদের উদ্যম হারিয়ে যায়। আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সার্টিফিকেট ও ডিগ্রি অর্জন করা তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। একাডেমিক জ্ঞান অর্জন করার বিষয়টি তাদের ভাবনার মধ্যে থাকে না। কিছু বিষয় গলধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতায় উগলে দিয়ে হাঁফ ছাড়ে।

একজন শিক্ষার্থী যখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অনার্স মাষ্টার্স শেষ করে দুই-তিন বছর পর চাকরি পায় না, তখন তা নিশ্চিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে রেখাপাত করে। একাডেমিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও অন্য বই পড়ার চেয়ে চাকরির জন্য কীভাবে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে তারা উদগ্রীব থাকে। ফলে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানভাণ্ডার হয় অন্তঃসার শূন্য।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, অন্য বই না পড়লে শিক্ষার্থীদের অন্তরচক্ষু প্রসারিত হয় না। সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় না। মেধার স্ফুরণ ঘটে না। সৃজনশীল চর্চার ব্যাঘাত ঘটে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'সাহিত্যের কাজ আনন্দ দেওয়া'। যদি প্রত্যেক ছাত্র তার পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারতো, তাদের মূল্যবোধ প্রাধান্য পেত। তাহলে প্রমথ চৌধুরীর উক্তির সঙ্গে মিল রেখে বলা যেত, শিক্ষার কাজ আনন্দ দেওয়া। শিক্ষাকে আনন্দময় করা এবং জ্ঞান পিপাসু ও শিক্ষার্থীদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করার দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকের উপরই বর্তায়।

একটা গল্প আমরা প্রায় শুনে থাকি। আগের দিনে কেউ এসএসসি পাস করলে তাকে দেখার জন্য বাড়িতে মানুষ ভিড় জমাতো। এখন কেউ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করলেও তার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকায় না। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোতে জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থী এতোই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে হাঁটতে গেলে কোথায় যে কার সাথে ধাক্কা লাগে তা বলা মুশকিল। আগের শিক্ষা আর বর্তমান শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য কোথায় তা সহজে অনুমেয়। শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নগামী হচ্ছে। এর লাগাম টেনে ধরার জন্য সুদূরপ্রসারী ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা ছাড়া শিক্ষার আসলে কোনো অর্থ নেই। শিক্ষাকে আনন্দের খোরাক হিসেবে পরিণত করতে পারলে প্রতিটি শিক্ষার্থী সমাজকে জানতে, বিশ্ব সভ্যতাকে জানতে আগ্রহী হবে। তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটবে। দক্ষ, যোগ্য, মেধাসম্পন্ন ও কর্মদক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হবে দেশ। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন আর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবমুখী শিক্ষা ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রবর্তনের কোনো বিকল্প নেই।

● লেখক : শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর